সংবাদ

তারিখ ..... 17 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

যুগোপযোগী করতে শিক্ষাব্যবস্থার মান আরও বাড়াতে হবে

——— ড. ফরাসউদ্দিন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হলে আরও গুণগতমান বাড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ করে কওমি শিক্ষাকে আলোকধারায় নিয়ে আসতে হলে তাদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজি, গণিতও যুক্ত করতে হবে।

গতকাল রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে 'দারিদ্র্য দূরীকরণে, শিক্ষাই হোক মূল বিনিয়োগ' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। 'আমরা সূর্যমুখী' নামের একটি সংগঠন এই সেমিনারের আয়োজন করে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহীতউল আলম, অভিনেতা হাসান ইমাম, আয়োজক সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক শফিকুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, 'উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন মূল দুটি উপাদান। সেটা হলো শ্রম ও পুঁজি। এই দুটি ছাড়া কোনো দেশের প্রবৃদ্ধি হয় না। পশ্চিমা বিশ্বে পুঁজি থাকলেও তাদের শ্রম নেই। তাই তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেই বললেই চলে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পেতে চাইলে অন্য দেশের শ্রমকে স্বাগত জানাতে হবে। আমাদের দেশে পাঁচ কোটি তরুণ জনগোষ্ঠী। তাদের দক্ষ করে তুলতে পারলে আমরা সেই শ্রম বাজার ধরতে পারবো। কেউ যদি এক বছরের পরিকল্পনা হাতে নেয় তাহলে সে ধানগাছ লাগাবে, ১০ বছরের জন্য গাছ লাগাবে আর ১০০ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে হবে।'

অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'দক্ষিণ কোরিয়া উন্নয়নশীল দেশ থেকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত যুগোপযোগী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

যুগোপযোগী : করতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। এজন্য তারা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে ভালোমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়। অপরদিকে ভারত জোর দিয়েছিলো উচ্চশিক্ষায়। এজন্যই তারা আইটি বেইজড এক্সপোর্টে যেতে পেরেছে। কিন্তু আমরা এই দুই মডেলের কোনোটিতেই ছিলাম না। এমনকি ফিলিপাইন আমাদের চেয়ে কম শ্রমশক্তি রপ্তানি করে অনেক বেশি আয় করছে। অথচ আমাদের বিরাট তরুণ জনশক্তি থাকার পরও আমরা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে পারছি না।'

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, 'স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের সন্তানরা স্বল্পশিক্ষিতই হয়। ধনী ও দরিদ্র পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষা এক নয়। দুই পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষা এক না হলে উচ্চশিক্ষায় বড় বৈষম্য সৃষ্টি হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।'

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, 'দরিদ্র মানুষদের অধিকাংশ হয় নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত। শিক্ষা যত কম দরিদ্রতা তত বেশি। তবে এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কোনো আবশ্যকীয় শর্ত নয়। একজন মুখস্থ করে এমএ পাস করে সেই বিদ্যা যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারেন তাহলে তার শিক্ষা বৃথা হয়ে গেলো। তাই আর্থিক দারিদ্র্য ও মানসিক দারিদ্র্য ঘোচানোর জন্য আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা কোনো ধরনের ফলপ্রসূ শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।